রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ৬, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

সায়রাত-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/২৯ জুলাই ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

বিবিধ সায়রাত মহাল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৫১.৬৮.০০০৮.২২.৩৬০—State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (East Bengal Act No. XXVIII of 1951) এর section 20 এর sub-section (2a) এর বিধান অনুযায়ী হাট, বাজার, জলমহাল, বন (১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত বন) এবং ফেরিঘাটে কোনো জমিদার, প্রজা বা ব্যক্তির স্বত্ব, মালিকানা ও দখল স্বীকৃত হয় নাই; বরং এইসকল সম্পত্তির স্বত্ব, মালিকানা ও দখল রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসাবে নিরঙ্কুশভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়া ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত হইয়াছে; এবং

Sairat Mahals (Management) Ordinance, 1959 (Ordinance No. VI of 1959) এর বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হাট, বাজার, জলমহাল, ফেরিঘাট, প্রভৃতি সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে, সময়ে সময়ে, পৃথক পৃথক আইন, নীতিমালা বা পরিপত্র প্রণীত বা জারি হইয়াছে; এবং

উপরিউক্ত সায়রাত মহালসমূহ ব্যতীত ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত আরও বিভিন্ন প্রকারের সায়রাত মহাল রহিয়াছে এবং উক্ত সায়রাত মহালসমূহের ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক, সময়ে সময়ে, বিভিন্ন পত্র বা পরিপত্র জারি করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রকার সায়রাত মহালের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের আইনগত ও প্রথাগত অধিকার সুরক্ষা, সরকারি দখল বজায় রাখা ও রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে এতৎসংক্রান্ত বিদ্যমান সকল পত্র বা পরিপত্র বিবেচনায় লইয়া একটি সমন্বিত ও হালনাগাদ নীতিমালা প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

মূল্য : টাকা ২৪·০০

সেহেতু, সরকার, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম, প্রয়োগ, প্রবর্তন ও প্রযোজ্যতা।**—(১) এই নীতিমালা বিবিধ সায়রাত মহাল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৪) এই নীতিমালা হাট, বাজার, জলমহাল, বালুমহাল, ফেরিঘাট, লবণ মহাল, চিংড়ি মহাল ও পাথর মহাল ব্যতীত অন্যান্য সকল সায়রাত মহালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়,—

(১) **"ইজারা"** অর্থ সরকারের নিরঙ্কুশ মালিকানা ও দখল স্বত্ব স্বীকার করিয়া ও মানিয়া লইয়া প্রচলিত সকল আইন-কানুন ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন সাপেক্ষে ইজারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রাপ্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব আহরণ, ভোগ ও বিলি-বন্দোবস্তের অধিকার;

(২) **"ইজারাগ্রহীতা"** অর্থ এই নীতিমালার অধীনে বিবিধ সায়রাত মহালের ইজারা গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(৩) **"ইজারা কর্তৃপক্ষ"** অর্থ জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা;

(৪) **"ইজারা বর্ষ"** অর্থ বিবিধ সায়রাত মহালের প্রকৃতি অনুযায়ী ইজারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বঙ্গাব্দ অনুসারে ১ (এক) বৎসর বা একাদিক্রমে ১২ (বারো) মাসের অধিক নহে এইরূপ যে কোনো মেয়াদের সময়;

(৫) **"ইজারা মেয়াদ"** অর্থ ইজারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত এক বা একাদিক্রমে একাধিক ইজারা বর্ষ;

(৬) **"খাস আদায়"** অর্থ যেক্ষেত্রে কোনো বিবিধ সায়রাত মহাল কোনো মেয়াদে ইজারা প্রদান করা সম্ভব হয় না, সেইক্ষেত্রে উক্ত সায়রাত মহালের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের পাশাপাশি সরকারিভাবে সংশ্লিষ্ট ইজারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাজস্ব আহরণে গৃহীত ব্যবস্থা;

(৭) **"জেলা প্রশাসক"** অর্থে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং, ক্ষেত্রমত, জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৮) **"ফরম"** অর্থ এই নীতিমালার কোনো ফরম;

(৯) **"বিবিধ সায়রাত মহাল"** অর্থ হাট, বাজার, জলমহাল, বালুমহাল, ফেরিঘাট, লবণ মহাল, চিংড়ি মহাল ও পাথর মহাল ব্যতীত কোনো মৌজার ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত ভূমিতে বিদ্যমান নিম্নবর্ণিত সায়রাত মহালসমূহ, যাহার ব্যবস্থাপনা সরকারের উপর অর্পিত হইয়াছে এবং যাহা হইতে সাধারণভাবে রাজস্ব আহরণের সুযোগ থাকে, যথা:—

(ক) **আড়ত-** কৃষিজাত পণ্য ও মৎস্য সম্পদসহ বিভিন্ন প্রকার মালামাল প্রতিদিন বা সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে ক্রয়-বিক্রয়ের লক্ষ্যে ব্যবহৃত স্থান;

(খ) **কাঠ মহাল-** কাঠ বা কাঠজাত পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত স্থান;

(গ) **খড় বা ছন মহাল-** যে ভূমিতে প্রাকৃতিকভাবে Imperato Cylindrica প্রজাতির ঘাস বা খড় বা ছনজাতীয় উদ্ভিদ জন্মে;

(ঘ) **ঘাস মহাল-** যে ভূমিতে প্রাকৃতিকভাবে ঘাস বা ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ জন্মে;

(ঙ) **ধুলট মহাল বা তাড়িয়া মহাল-** ক্রয়, বিক্রয় ও পরিবহণের উদ্দেশ্যে বালু, মাটি ও ইট বা অনুরূপ প্রকৃতির কোনো পণ্য বোঝাই, খালাস বা সাময়িকভাবে স্তূপীকৃত আকারে রাখিবার জন্য ব্যবহৃত স্থান;

(চ) **বাগান বা ফলকর-** একই প্রকার বা বিভিন্ন প্রকার ফলজ বৃক্ষের বাগান;

(ছ) **বাঁশ মহাল-** যে ভূমিতে বা যেখানে প্রাকৃতিকভাবে বাঁশ বা বাঁশজাতীয় উদ্ভিদ জন্মে;

(জ) **ভাসান মহাল-** গাছ বা গাছের গুড়ি আহরণের নিমিত্ত কোনো নদীর এইরূপ কোনো ঘোষিত অংশ বা স্থান, যে অংশে বা স্থানে প্রাকৃতিকভাবে উজান হইতে গাছ বা গাছের গুড়ি বা অংশবিশেষ স্রোতের সহিত ভাসিয়া আসিয়া ভাসমান বা নিমজ্জিত অবস্থায় তলদেশে বা তীরে আটকাইয়া থাকে; এবং

(ঝ) এই নীতিমালার অধীনে বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদন সাপেক্ষে, জেলা প্রশাসক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, ঘোষিত অন্য কোনো বিবিধ সায়রাত মহাল;

(১০) **"বিভাগীয় কমিশনার"** অর্থে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

৩। **বিবিধ সায়রাত মহাল সুরক্ষা।**—(১) State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর section 20 এর sub-section (2a) এর বিধান অনুযায়ী সকল বিবিধ সায়রাত মহাল ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

(২) সায়রাত সংশ্লিষ্ট ৬ নং রেজিস্টারে (ফরম নং-১০৭১) বিবিধ সায়রাত মহালের সকল তথ্য লিপিবদ্ধ ও হালনাগাদ রাখিতে হইবে।

(৩) বিবিধ সায়রাত মহালের শ্রেণি ও আয়তন যথাযথভাবে অক্ষুণ্ন থাকিবে।

(৪)ইজারা কর্তৃপক্ষ কোনো বিবিধ সায়রাত মহালের আয়তন সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সীমানা চিহ্ন প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) কোনো বিবিধ সায়রাত মহালে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্র গ্রহণক্রমে, জনস্বার্থে, কোনো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন বা অবকাঠামো নির্মাণ করা হইলেও উহা ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

৪। **সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনার সাধারণ নীতি।**—বিবিধ সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতিসমূহ প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) বিবিধ সায়রাত মহাল যে-কোনো মেয়াদের জন্য ইজারা প্রদান করা হউক না কেন, ইজারা দলিলের তফসিলভুক্ত ভূমি বা উহাতে স্থিত কোনো বৃক্ষ বা অবকাঠামোতে ইজারাগ্রহীতার কোনো মালিকানা বা স্বত্ব সৃষ্টি হইবে না বা উক্তরূপ ইজারাসূত্রে তিনি কোনো মালিকানা দাবি করিতে পারিবেন না;

(খ) ইজারা মূল্য বাবদ (ক্ষেত্রমত দরপত্রের সহিত সংযুক্ত ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা পে-অর্ডারের মূল্যমান ব্যতীত) প্রদেয় সমূদয় অর্থ ইজারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে একবারে পরিশোধ করিতে হইবে;

(গ) সরকারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বা প্রাকৃতিক কোনো কারণে বিবিধ সায়রাত মহাল বা উহাতে স্থিত বৃক্ষ বা ফলাদি বা অন্য কোনো কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত, হৃত, বিনষ্ট বা অপসৃত হইলে ইজারাগ্রহীতা ইজারা বাবদ প্রদত্ত অর্থ ফেরত পাইবেন না বা ইজারার মেয়াদ বর্ধিত হইবে না;

(ঘ) ইজারাকৃত বিবিধ সায়রাত মহালের দখল বুঝাইয়া দেওয়ার পরে উহার সীমানা লইয়া বা উহা হইতে প্রাপ্ত ফলন বা আয়ের বিষয়ে ইজারাগ্রহীতা কোনো আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন না অথবা উহাকে কারণ হিসাবে উল্লেখ করিয়া ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবেন না;

(ঙ) ইজারাগ্রহীতা ইজারাপ্রাপ্ত বিবিধ সায়রাত মহাল অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট সাব-লিজ প্রদান বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না এবং উক্তরূপ সাব-লিজ প্রদান বা হস্তান্তর করা হইলে ইজারা কর্তৃপক্ষ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই ইজারা বাতিল করিবে এবং অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য এই নীতিমালার আলোকে পুনরায় ইজারা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করিবে বা খাস আদায় করিবে;

(চ) ইজারাগ্রহীতা বা অন্য কোনো ব্যক্তি, ইজারা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত, কোনো বিবিধ সায়রাত মহাল হইতে মাটি, অবকাঠামো ও বৃক্ষাদি অপসারণ করিতে পারিবেন না;

(ছ) কোনো বিবিধ সায়রাত মহালের মধ্য দিয়া জনসাধারণের হাঁটার পথ থাকিলে, উহা অব্যাহতভাবে বহাল থাকিবে;

(জ) তালিকাভুক্ত প্রত্যেক বিবিধ সায়রাত মহালের নাম ও ভূমির তফসিলসহ ইজারার ধারাবাহিক তথ্য রেজিস্টারে [সায়রাত সংশ্লিষ্ট ৬ নং রেজিস্টারে (ফরম নং-১০৭১)] সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(ঝ) কোনো নূতন বিবিধ সায়রাত মহাল সৃজন করিবার প্রয়োজন হইলে জেলা প্রশাসক উক্ত নূতন বিবিধ সায়রাত মহালের নাম, ভূমির তফসিল ও উহা বিবিধ সায়রাত মহাল ঘোষণার পক্ষে উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক বিভাগীয় কমিশনারের নিকট কেস নথি সৃজনপূর্বক প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন এবং বিভাগীয় কমিশনার, অনধিক ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে, উহা অনুমোদন করিয়া অথবা অনুমোদন না করিলে, কারণ উল্লেখপূর্বক, পর্যবেক্ষণসহ জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ করিবেন;

(ঞ) জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত নূতন বিবিধ সায়রাত মহালের নাম ও ভূমির তফসিল উল্লেখ করিয়া ক্যালেন্ডারভুক্ত করিবেন অথবা বিভাগীয় কমিশনারের পর্যবেক্ষণের আলোকে পুনরায় বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন এবং বিভাগীয় কমিশনার উহা অনুমোদনক্রমে জেলা প্রশাসক বরাবরে নথি ফেরত প্রদান করিবেন;

(ট) দফা (ঞ) অনুসারে নূতন অনুমোদিত বিবিধ সায়রাত মহাল ক্যালেন্ডার ভুক্তির তারিখ হইতে এই নীতিমালার অধীন ইজারাযোগ্য হইবে;

(ঠ) সৃজিত বিবিধ সায়রাত মহাল ইজারা প্রদান করা সম্ভব না হইলে ইজারা কর্তৃপক্ষ, অনুচ্ছেদ ৯ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে, খাস আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৫। জেলা বিবিধ সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইত্যাদি।—(১) বিবিধ সায়রাত মহালের সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি জেলা বিবিধ সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে জেলা বিবিধ সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) পুলিশ সুপার বা, মহানগর এলাকার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ডেপুটি পুলিশ কমিশনার বা তাহার প্রতিনিধি (সহকারী পুলিশ সুপার/সহকারী পুলিশ কমিশনার এর নিম্নে নহে);

(গ) উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;

(ঘ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব);

(ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার; এবং

(চ) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) জেলা প্রশাসক, বিবিধ সায়রাত মহালের প্রকৃতি বিবেচনাপূর্বক, সংশ্লিষ্ট কোনো দপ্তরের জেলা পর্যায়ের ১ (এক) জন কর্মকর্তাকে উক্ত কমিটিতে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবেন।

(৪) জেলা বিবিধ সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি ও কার্যপদ্ধতি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এই নীতিমালার অধীন ইজারাগ্রহীতা নির্বাচন;

(খ) বিবিধ সায়রাত মহাল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মতামত প্রদান;

(গ) নূতন বিবিধ সায়রাত মহাল সৃজন বা কোনো বিবিধ সায়রাত মহাল অবসায়ন বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(ঘ) প্রাপ্ত ইজারা দর সরকারি মূল্য অপেক্ষা কম হইলে, যৌক্তিক বিবেচনায়, পুনঃদরপত্র কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর প্রাক্কলিত দর অপেক্ষা কম হইলে অনধিক তৃতীয় দফা পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা যাইবে এবং তৃতীয় দফা পর্যন্ত সরকারি দরের সমান বা অধিক দর পাওয়া না গেলে প্রথম দফা হইতে তৃতীয় দফা পর্যন্ত প্রাপ্ত দরদাতাগণের মধ্যে যাহার দর প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা অনধিক ১০% (শতকরা দশ ভাগ) কম হইবে তাহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতাকে নির্বাচন করা যাইবে এবং তৃতীয় দফা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ইজারাগ্রহীতা নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত প্রথম দফা হইতে তৃতীয় দফা পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী সকল দরদাতার জামানত বাবদ প্রাপ্ত পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফ্‌ট সংরক্ষণ করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো দরদাতা নির্বাচিত করা না হইলে কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ সকল কাগজপত্র বিভাগীয় কমিশনারের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে এবং বিভাগীয় কমিশনার, বিষয়টি পর্যালোচনা করিয়া, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন, যাহা চূড়ান্ত হইবে।

৬। **ইজারা পদ্ধতি।**—(১) জেলা প্রশাসক, বিবিধ সায়রাত মহালের প্রকৃতি অনুযায়ী, ইজারা পঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

(২) বিবিধ সায়রাত মহাল একক কোনো জেলায় অবস্থিত হইলে উক্ত জেলার জেলা প্রশাসক এবং একই বিভাগের একাধিক জেলায় বা একাধিক বিভাগে অবস্থিত হইলে উক্ত বিবিধ সায়রাত মহালটির আয়তন যে জেলায় অধিক সেই জেলার জেলা প্রশাসক ইজারা কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) ইজারা কর্তৃপক্ষ বিবিধ সায়রাত মহাল ইজারা প্রদানের নিমিত্ত **ফরম-১** অনুযায়ী ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত করিবেন।

(৪) ইজারা কর্তৃপক্ষ উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন প্রস্তুতকৃত বিজ্ঞপ্তি নিজ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টাঙানোর ব্যবস্থা করিবে ও নিজ কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে এবং উহা সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও উপজেলা ভূমি অফিসসহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টাঙানোর জন্য প্রেরণ করিবে।

(৫) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী প্রেরিত বিজ্ঞপ্তি কোনো কারণে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের নোটিশ বোর্ডে টাঙানো না হইলে ইজারা কার্যক্রমের বৈধতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না, যদি উহা যথাসময়ে ইজারা কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

(৬) কোনো বিবিধ সায়রাত মহালের সরকারি মূল্য ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা বা উহার কম হইলে এবং সংশ্লিষ্ট সায়রাত মহালের ইজারা বিজ্ঞপ্তি যদি উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এ উল্লিখিত কার্যালয়সমূহের নোটিশ বোর্ডে ও ইজারা কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে স্থানীয় বা জাতীয় পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রয়োজন হইবে না।

(৭) কোনো বিবিধ সায়রাত মহালের সরকারি মূল্য ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকার কম হইলে, সংশ্লিষ্ট সায়রাত মহালের ইজারা বিজ্ঞপ্তি উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এ বর্ণিত কার্যালয়সমূহের নোটিশ বোর্ডে এবং ইজারা কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা ছাড়াও অন্যূন একটি বহুল প্রচারিত স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে।

(৮) কোনো বিবিধ সায়রাত মহালের সরকারি মূল্য ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকার অধিক হইলে, সংশ্লিষ্ট সায়রাত মহালের ইজারা বিজ্ঞপ্তি উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এ বর্ণিত কার্যালয়সমূহের নোটিশ বোর্ডে এবং ইজারা কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা ছাড়াও বাংলা ভাষায় মুদ্রিত বহুল প্রচারিত অন্যূন একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা এবং একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে।

(৯) পত্রিকায় একাধিকবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যয় সাশ্রয়ের সুবিধার্থে প্রথমবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ধাপে দরপত্র দাখিলের শুরু ও শেষ হইবার তারিখ, সময় ও স্থান এবং দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখপূর্বক এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাইবে যে, প্রথম দফায় সফল দরদাতা পাওয়া গেলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় দরপত্র দাখিলের সুযোগ থাকিবে না বা অনুরূপভাবে দ্বিতীয় দফায় সফল দরদাতা পাওয়া গেলে তৃতীয় দফায় দরপত্র দাখিলের সুযোগ থাকিবে না।

(১০) ইজারা কর্তৃপক্ষ পরপর দুইটি ইজারা দরপত্র আহ্বানের পরও নির্ধারিত সরকারি ইজারামূল্য পাওয়া না গেলে, তৃতীয় দফায় দরপত্র আহ্বান করিয়া সর্বোচ্চ দরদাতাকে ইজারা প্রদানের জন্য বিবেচনা করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তৃতীয় দফায় সর্বোচ্চ দর প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় সর্বোচ্চ দর অপেক্ষা কম হইলে, উক্ত সকল দরসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ রেসপনসিভ দরদাতাগণের দরের ক্রমানুযায়ী পর্যায়ক্রমে ইজারা গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য ক্ষেত্রে সরকারি মূল্যের সমান বা অধিক মূল্যে কোনো দরদাতা পাওয়া না গেলে ইজারা কর্তৃপক্ষ খাস আদায় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ১ (এক) বৎসরের অধিক মেয়াদি ইজারার ক্ষেত্রে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করিতে থাকিবে এবং ১ (এক) বৎসর মেয়াদি ইজারার ক্ষেত্রে ইজারা বর্ষের ৬ (ছয়) মাসের অধিক সময় অবশিষ্ট থাকিলে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করিতে পারিবে।

(১১) ইজারা কর্তৃপক্ষকে, ইজারা বর্ষ বা ইজারা মেয়াদ শুরু হইবার ৬ (ছয়) মাস পূর্ব হইতে, বিবিধ সায়রাত মহালের ইজারা কার্যক্রম শুরু করিতে হইবে।

(১২) ইজারা বিজ্ঞপ্তি জারির অন্যূন ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিবিধ সায়রাত মহালের জন্য সরকারি মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(১৩) বিগত ৩ (তিন) ইজারা বর্ষের ইজারার গড় মূল্য ও অব্যবহিত পূর্বের মেয়াদের ইজারা মূল্যের মধ্যে যাহা অধিক হইবে, তাহার সহিত অতিরিক্ত শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ যোগ করিয়া সরকারি মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে এইরূপে সরকারি মূল্য নির্ধারণ করা বাস্তবসম্মত না হইলে, ইজারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, কারণ উল্লেখপূর্বক, বিস্তারিত প্রতিবেদনসহ বাস্তবসম্মত সরকারি মূল্য প্রস্তাব করিয়া উহা বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে এবং বিভাগীয় কমিশনার, তৎবিবেচনায় বা প্রয়োজনে, তদন্ত সাপেক্ষে উপযুক্ত সরকারি মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন।

(১৪) নবসৃজিত বিবিধ সায়রাত মহাল বা কোনো চলমান বিবিধ সায়রাত মহাল যদি পূর্বে ইজারা প্রদান করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইজারা কর্তৃপক্ষ একই জেলার বা পার্শ্ববর্তী কোনো জেলার একই প্রকৃতির বিবিধ সায়রাত মহালের ইজারার সরকারি মূল্য, আয়তন, পারিপার্শ্বিক সুবিধাদি, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া উক্ত বিবিধ সায়রাত মহালের ইজারার সরকারি মূল্য নির্ধারণ করিবেন।

(১৫) ইজারা কর্তৃপক্ষ, উপ-অনুচ্ছেদ (১৪) এর অধীনে কোনো নবসৃজিত বিবিধ সায়রাত মহালের ইজারার সরকারি মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনপূর্বক বিবেচ্য বিষয়ে উক্ত কমিটির মতামত গ্রহণ করিতে এবং জেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের নিকট হইতে ফল বা ফসল আহরণের সময়, উৎপাদনের পরিমাণ ও বাজার দর বিষয়ে প্রতিবেদন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(১৬) দরপত্র দাখিলের স্থান হইবে ইজারা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়।

(১৭) ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে ইজারা দরপত্রের মূল্য, দরপত্র সংগ্রহ ও দাখিলের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(১৮) ইজারা দরপত্র **ফরম-২** অনুযায়ী প্রস্তুত করিতে হইবে এবং ইহা ইজারা কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে পাঠযোগ্য, ডাউনলোডযোগ্য ও মুদ্রণ উপযোগী করিয়া আপলোড রাখিতে হইবে।

(১৯) ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট করিয়া ইজারা বর্ষ ও ইজারার মেয়াদ এবং দরপত্র খোলার স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করিতে হইবে।

(২০) ইজারা কর্তৃপক্ষের নিজ কার্যালয় ব্যতীত সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের কার্যালয়ে যে অবস্থায় ইজারা দরপত্র দাখিল হইয়াছে সেই অবস্থায় উক্ত কার্যালয়সমূহ হইতে দরপত্র দাখিলের সময় শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দরপত্র সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২১) ইজারা দরপত্রের সহিত ফেরতযোগ্য জামানত হিসাবে দাখিলকৃত দরপত্রে উদ্ধৃত দরের উপর ২০% (শতকরা বিশ ভাগ) অর্থ ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে সংযুক্ত করিয়া দাখিল করিতে হইবে।

(২২) যিনি ইজারার জন্য উপযুক্ত মর্মে নির্বাচিত হইবেন, তাহার জামানত উদ্ধৃত দরের প্রদেয় অর্থের সহিত সমন্বয়যোগ্য হইবে এবং ফেরতযোগ্য হইবে না; তবে ইজারার মেয়াদ **১** (এক) ইজারা বর্ষের অধিক হইলে জামানতের অর্থ ইজারা মেয়াদের শেষ বর্ষের প্রদেয় অর্থের সহিত সমন্বয় করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল দরদাতার দর গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং পরবর্তীকালে বিবেচনায় আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে না, সেই সকল দরদাতা কর্তৃক তাহার জামানতের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(২৩) জেলা প্রশাসক ইজারা দরপত্র খোলার জন্য নিম্নরূপ সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি গঠন করিবেন, যথা:—

(ক) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, যিনি উহার আহ্বায়কও হইবেন;

(খ) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা; এবং

(গ) এসএ শাখার কানুনগো, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২৪) জেলা প্রশাসক ইজারা দরপত্র মূল্যায়নের জন্য নিম্নরূপ সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন করিবেন, যথা:—

(ক) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), যিনি উহার আহ্বায়কও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

(গ) সায়রাত মহালের ধরন অনুযায়ী জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা; এবং

(ঘ) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২৫) দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি দরপত্র দাখিলের স্থান হইতে সকল দরপত্র সংগ্রহ করিয়া দরপত্রের বদ্ধ খাম খুলিবে এবং ক্রমিক নম্বর, দরপত্রের প্রদত্ত তথ্য হইতে দরপত্র দাতার নাম ও ঠিকানা (মোবাইল নম্বরসহ), সংযুক্ত ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা পে-অর্ডারের ব্যাংকের নাম, নম্বর ও ইস্যুর তারিখ, টাকার পরিমাণ, দরপত্রে ইজারার জন্য উদ্ধৃত দর (অঙ্কে ও কথায়), সংযুক্ত কাগজাদির বর্ণনাসহ একটি বিবরণী ছক আকারে প্রস্তুতপূর্বক কমিটির সকলে স্বাক্ষর করিবেন এবং এইরূপে প্রস্তুতকৃত তালিকাসহ স্বাক্ষরকৃত সকল দরপত্র একটি বদ্ধ খামে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির আহ্বায়কের নিকট হস্তান্তর করিবে।

(২৬) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি উপ-অনুচ্ছেদ (২৫) অনুযায়ী প্রাপ্ত কাগজাদি যাচাই করিবে এবং রেসপনসিভ দরদাতাদের মধ্য হইতে উদ্ধৃত দরের ক্রমানুসারে তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং কোনো নন-রেসপনসিভ দরপত্র প্রাপ্ত হইলে বাতিলের কারণ উল্লেখসহ বাতিলকৃত দরপত্রের ছকভিত্তিক তথ্য প্রস্তুত করিবে।

(২৭) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি উপ-অনুচ্ছেদ (২৬) অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত বিবরণী, সকল কাগজসহ, বদ্ধ খামে জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করিবে।

(২৮) জেলা প্রশাসক উপ-অনুচ্ছেদ (২৭) অনুযায়ী প্রাপ্ত কাগজাদি যাচাইক্রমে রেসপনসিভ দরদাতাদের মধ্য হইতে সর্বোচ্চ দরদাতাকে ইজারা প্রদান করিবেন।

(২৯) ইজারার আদেশ প্রাপ্ত কোনো দরদাতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারার অর্থ জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে, ইজারা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দরপত্র বাতিল করিবে এবং যদি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সরকারি স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করিবার বা তাহার পরবর্তী দরদাতাকে সুবিধা পাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়াই ইজারার কার্যাদেশ প্রাপ্ত দরদাতা ইজারার অর্থ জমা প্রদানে বিরত হইয়াছেন, তাহা হইলে জেলা প্রশাসক তাহার জামানত বাজেয়াপ্ত করিবেন।

(৩০) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর নির্বাচিত দরদাতাকে হার্ডকপি ও ই-মেইল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর মাধ্যমে **ফরম-৩** অনুযায়ী নোটিশ প্রদান করিবেন এবং এইরূপ নোটিশ জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবেন।

(৩১) নির্বাচিত ইজারাগ্রহীতা ইজারা বাবদ প্রদেয় অর্থ জমাদানের স্লিপ বা এ-চালান (Automated Chalan) ও **ফরম-৪** অনুযায়ী চুক্তিনামা দাখিল করিলে ঘোষিত ইজারা বর্ষের **১ম** তারিখে বা উহা অতিক্রান্ত হইলে চুক্তিনামা দাখিল করিবার অনধিক ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর সরেজমিন বিবেচ্য বিবিধ সায়রাত মহাল যে অবস্থায় রহিয়াছে **ফরম-৫** অনুযায়ী লিখিতভাবে সেই অবস্থায় দখল বুঝাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩২) দরপত্র দাখিল বা দাখিলকৃত দরপত্র খোলার নির্ধারিত তারিখে সরকারি ছুটি থাকিলে পরবর্তী কার্য দিবস নির্ধারিত দিন হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩৩) সাধারণভাবে সরকারি ছুটির দিনে দরপত্র মূল্যায়ন করা যাইবে না, তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে কারণ উল্লেখপূর্বক মূল্যায়নসহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

৭। **ইজারার অর্থ আদায় পদ্ধতি।**—(১) ইজারাগ্রহীতা ইজারাপ্রাপ্তি বিষয়ক পত্র পাওয়ার পরে উক্ত পত্রে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকে এ-চালান এর মাধ্যমে বা অন্য কোনো অনুমোদিত ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে ইজারা বাবদ অর্থ ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য ফি নির্ধারিত কোডে পরিশোধ করিবেন।

(২) ইজারাগ্রহীতা এ-চালান ব্যতীত নগদে বা ব্যাংক চেক বা অন্য কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে ইজারা বাবদ অর্থ প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৩) ইজারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যাদেশ প্রাপ্ত দরদাতা ব্যতীত অন্য কেহ অর্থ জমা প্রদান করিলে তাহার কোনো অধিকার তৈরি হইবে না এবং ইহার দায় ইজারা কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে না।

(৪) ইজারাগ্রহীতাকে ইজারা মূল্যের সহিত সরকার নির্ধারিত উৎসে কর ও মূল্য সংযোজন করসহ সকল কর নির্ধারিত কোডে পরিশোধ করিতে হইবে।

৮। **ইজারা বা দখলের অবসান।**—(১) ইজারা মেয়াদ ইজারা বর্ষের যে তারিখেই আরম্ভ হউক না কেন, ইজারা মেয়াদের শেষ বর্ষের শেষ দিনে সংশ্লিষ্ট ইজারার মেয়াদের অবসান ঘটিবে এবং সংশ্লিষ্ট বিবিধ সায়রাত মহালের দখল উক্ত তারিখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত হইবে এবং দখল প্রত্যর্পণের জন্য পৃথক কোনো পত্র জারির প্রয়োজন হইবে না।

(২) ইজারার মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই ইজারাগ্রহীতা ইজারাকৃত বিবিধ সায়রাত মহাল হইতে তাহার নিজস্ব সরঞ্জামাদি ও উপকরণ, যদি থাকে, অপসারণ করিয়া লইবেন।

(৩) ইজারার মেয়াদান্তে ইজারাগ্রহীতা তাহার সরঞ্জামাদি ও উপকরণ অপসারণ না করিলে ইজারা কর্তৃপক্ষ তাহা অপসারণ করিতে পারিবেন এবং, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী তাহা বাজেয়াপ্ত ও বিলিবন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

(৪) ইজারার মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে ইজারা কর্তৃপক্ষ কোনো কারণে ইজারা চুক্তি বাতিল করিলে সংশ্লিষ্ট আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে অথবা, আদেশে কোনো তারিখ উল্লেখ না থাকিলে, আদেশ ইস্যুর তারিখে ইজারা মেয়াদের অবসান হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট বিবিধ সায়রাত মহালের দখল উক্ত তারিখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত হইবে এবং দখল প্রত্যর্পণের জন্য পৃথক কোনো পত্র জারির প্রয়োজন হইবে না।

(৫) জেলা প্রশাসক স্বয়ং অথবা তাহার অধীনস্ত যে-কোনো কর্মকর্তার মাধ্যমে বিবিধ সায়রাত মহালের দখল অর্পণ বা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) কোনো ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক এই নীতিমালা বা ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত যে-কোনো শর্ত লঙ্ঘন করা হইলে ইজারা কর্তৃপক্ষ ইজারা চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে এবং এইরূপে কোনো ইজারা চুক্তি বাতিল হইলে জামানতের অর্থসহ জমাকৃত ইজারার অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং, বিবেচ্য ক্ষেত্রে, উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর নীতি প্রযোজ্য হইবে।

(৭) ইজারা কর্তৃপক্ষ বিবিধ সায়রাত মহালে অবৈধ দখল প্রতিরোধে বা এতৎসংক্রান্ত অপরাধ দমনে বা উচ্ছেদে ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৬ নং আইন) ও উহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৯। **খাস আদায় পদ্ধতি।**—(১) জেলা প্রশাসক, কোনো কারণে কোনো বিবিধ সায়রাত মহাল নির্ধারিত সময়ে ইজারা প্রদান করা সম্ভব না হইলে, সংশ্লিষ্ট বিবিধ সায়রাত মহাল ইজারা না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য, খাস আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সীলগালা অবস্থায় মূল্য উল্লেখপূর্বক আবেদন আহ্বান করিবেন।

(২) জেলা প্রশাসক, খাস আদায়ের জন্য, সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে আহ্বায়ক করিয়া ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করিবেন।

(৩) ফলকরের ক্ষেত্রে ইজারা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তরের মাধ্যমে সম্ভাব্য ফল উৎপাদনের পরিমাণ ও ফল আহরণের সর্বোত্তম সময় সম্পর্কে প্রতিবেদন গ্রহণ করিবেন এবং ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত সরকারি মূল্যকে ভিত্তি মূল্য ধরিয়া বা জেলার কৃষি বিপণন দপ্তরের সহায়তায় বিবেচ্য ফলের বাজার মূল্য সম্পর্কে প্রতিবেদন গ্রহণ করিয়া সরকারি মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৪) ছন বা খড় মহাল ও বাঁশ মহালের ক্ষেত্রে ইজারা কর্তৃপক্ষ ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে উদ্ধৃত সরকারি মূল্যকে ভিত্তি মূল্য নির্ধারণ করিয়া খাস আদায় করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে ভিত্তি মূল্যের উপর ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে নিলামের দিন ধার্যক্রমে ভিত্তি মূল্যের নিম্নে নহে এইরূপ প্রাপ্ত মূল্যে উন্মুক্ত নিলামে খাস আদায়ের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) ইজারা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে উদ্ধৃত সরকারি মূল্যকে ভিত্তি ধরিয়া স্থানীয়ভাবে উপযুক্ত প্রচারণা চালাইয়া উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে খাস আদায় করিবার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) খাস আদায়ে ভিত্তি মূল্যের কম মূল্য প্রাপ্ত হইলে সহকারী কমিশনার (ভূমি) বা, ক্ষেত্রমত, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কারণ উল্লেখসহ বিষয়টি ইজারা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন এবং ইজারা কর্তৃপক্ষ যৌক্তিক বিবেচনায় উক্ত চলমান বৎসরের জন্য সরকারি মূল্য পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে এবং সেই মোতাবেক সহকারী কমিশনার (ভূমি) বা, ক্ষেত্রমত, উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাস আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(৭) খাস আদায়ের ক্ষেত্রে জামানত গ্রহণ বিষয়ে অনুচ্ছেদ ৪ ও অনুচ্ছেদ ৫ এর নীতি প্রযোজ্য হইবে।

(৮) খাস আদায়ের অর্থ অনুচ্ছেদ ৬ ও ৭ অনুসারে আদায় ও জমা করিতে হইবে।

১০। অনলাইন পদ্ধতি প্রবর্তন।—(১) বিবিধ সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম যথাসম্ভব ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং তথ্যাদি সন্নিবেশ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করিবে।

(২) এই নীতিমালার অধীন ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও প্রচার বা কোনো নোটিশ ও পত্র জারি করা হইলে উহা যথাযথ প্রক্রিয়ায় জারি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) প্রচলিত পদ্ধতিতে জারি হয় নাই কেবল এই কারণে এই নীতিমালার অধীন গৃহীত কোনো কার্যক্রম বিষয়ে কোনো আদালতে বা অন্য কোথাও কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১১। বিবিধ।—এই নীতিমালার যে-কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান বা স্পষ্টীকরণের এখতিয়ার ভূমি মন্ত্রণালয়ের থাকিবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) বিবিধ সায়রাত মহাল সংশ্লিষ্ট ইতঃপূর্বে জারীকৃত সকল নির্দেশ, পরিপত্র, নীতিমালা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়ালের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ, অতঃপর রহিত আদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত আদেশের অধীন চলমান ইজারা বা ইজারার বিজ্ঞপ্তি বা উহার ভিত্তিতে ইজারা ও ইহার ধারাবাহিকতায় ইজারাগ্রহীতার সহিত সম্পাদিত চুক্তি, কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা উক্ত রহিত আদেশের অধীনে ইজারার মেয়াদের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে এবং উহার পরে অবসান হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

এ এস এম সালেহ আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

ফরম-১

[অনুচ্ছেদ ৬(৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ----------
রাজস্ব শাখা
www.---------------.gov.bd

নং-

তারিখ: ....

-------------------- **ইজারা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি**

---------------------- জেলার- ----- ---------------উপজেলাধীন নিম্নবর্ণিত বিবিধ সায়রাত মহাল--------------------------- বঙ্গাব্দ হইতে ------------------ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এক/দুই/তিন বৎসরব্যাপী ইজারা মেয়াদের জন্য ইজারা প্রদানের নিমিত্ত আগ্রহী ইজারাগ্রহীতাগণের নিকট হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তে বন্ধ খামে দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

২। ইজারা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা হইতে অফিস চলাকালীন সময়ে পাওয়া যাইবে।

৩। বিবিধ সায়রাত মহাল (আড়ত/কাঠ মহাল/খড় বা ছন মহাল/ঘাস মহাল/ধুলট মহাল বা তাড়িয়া মহাল/বাগান বা ফলকর/বাঁশ মহাল/ভাসান মহাল/অন্য কোনো বিবিধ সায়রাত মহাল)* এর তফসিল:

ক্রমিক নং	জেলা ও উপজেলার নাম	বিবিধ সায়রাত মহালের নাম	মৌজার নাম: খতিয়ান নম্বর ও দাগ নম্বর (এসএ/আরএস/ বিআরএস/বিএস)	মোট আয়তন (একরে)	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
১।						

* (ইজারাযোগ্য বিবেচ্য মহাল ব্যতীত অন্য সকল মহালের নাম কাটিয়া দিন)

শর্তাবলি

(ক) (বিবিধ সায়রাত মহালের নাম) দরপত্র জেলা রাজস্ব শাখা হইতে বা --------------- উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হইতে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা, নগদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে অথবা ইজারা কর্তৃপক্ষের নামে নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা করিয়া জমা স্লিপ প্রদর্শনপূর্বক, সংগ্রহ করা যাইবে।

(খ) দফা (ক) অনুসারে দরপত্রের মূল্য যেভাবেই পরিশোধ করা হউক না কেন উহা অফেরতযোগ্য হইবে।

(গ) জামানত হিসাবে দরপত্রে প্রদত্ত দরের ২০% (শতকরা বিশ ভাগ) অর্থ যে-কোনো তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটমূলে জেলা প্রশাসক, ... এর অনুকূলে দরপত্রের সহিত জমা প্রদান করিতে হইবে।

(ঘ) দরপত্র দাখিলের শেষ সময় ১ম দফায় ....../....../....... খ্রিষ্টাব্দ, দ্বিতীয় দফায় ..../..../..... খ্রিষ্টাব্দ এবং তৃতীয় দফায় ....../....../....... খ্রিষ্টাব্দ বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত।

(ঙ) কোনো দফায় কোনো দরপত্র দাখিল না হইলে বা উপযুক্ত দর পাওয়া না গেলে, ইজারা কর্তৃপক্ষে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত না হইলে, পরের দফার জন্য টেন্ডার বাক্স খোলা রাখা বা নির্ধারিত সাইটে অনলাইনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাখিলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইবে।

(চ) দরপত্রের আবশ্যকীয় অংশ অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে ও প্রয়োজনীয় কাগজাদির ফটোকপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(ছ) জামানত বাদে অবশিষ্ট ইজারা মূল্যের অর্থ প্রদানকালে মোট ইজারা মূল্যের উপর অনলাইনে ,সরকার নির্ধারিত হারে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উৎসে কর ও মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করিতে হইবে।

(জ) ইজারা মূল্যসহ সর্বসাকুল্যে টাকা পরিশোধ করিবার পর ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে এবং অতঃপর দখলনামা জারি করা হইবে।

(ঝ) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধি-বিধানের আলোকে ইজারা কর্তৃপক্ষ যে-কোনো সময়ে বিবিধ সায়রাত মহাল ইজারার বিষয়ে যে-কোনো শর্ত আরোপ, সংযোজন বা বিয়োজন করিতে পারিবে।

(ঞ) ইজারা কর্তৃপক্ষ, কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, সকল দরপত্র বা যে-কোনো দরপত্র বাতিল করিবার এবং পরবর্তীকালে ইজারা সংক্রান্ত শর্ত ভঙ্গ করা হইলে যে-কোনো সময়ে ইজারা চুক্তি বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।

জেলা প্রশাসক/পক্ষে রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর

[বি.দ্র.: এই ফরমের আদলে ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে ফরম প্রস্তুত করা যাইবে]

অফিসিয়াল সিল

ফরম-২

[অনুচ্ছেদ ৬(১৮) দ্রষ্টব্য]

(বিবিধ সায়রাত মহালের নাম) এর দরপত্র

(এই ফরমের কোনো ফটোকপি সাদা-কালো বা রঙিন যাহাই হউক না কেন গ্রহণীয় হইবে না)

দরপত্রের মূল্য বাবদ অর্থ পরিশোধের রশিদের নম্বর ও তারিখ:
টাকার পরিমাণ :...................... (অঙ্কে)
: .... (কথায়)

১। দরপত্রদাতার নাম (ব্যক্তি হইলে জাতীয় পরিচয়পত্র অনুসারে/প্রতিষ্ঠান হইলে টিআইএন বা বিআইএন অনুসারে):

২। জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নম্বর/বৈধ টিআইএন বা বিআইএন নম্বর (ফটোকপি সংযুক্ত করিতে হইবে):

৩। যোগাযোগের ঠিকানা, নিজের ব্যবহৃত ও নিজ নামে রেজিস্ট্রেশনকৃত সিমের মোবাইল নম্বর ও ইমেইল নম্বর (যদি থাকে):

৪। যে বিবিধ সায়রাত মহালের জন্য দরপত্র দাখিল করা হইতেছে তাহার নাম : .... (ইজারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রিন্টেড হইবে):

৫। ইজারার মেয়াদ হইবে .... বঙ্গাব্দ হইতে এক/দুই/তিন বৎসর, যাহার অবসান হইবে .... বঙ্গাব্দের সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে (ইজারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রিন্টেড হইবে):

৬। প্রস্তাবিত বিবিধ সায়রাত মহালের অবস্থান:

উপজেলা :

মৌজা:

মোট আয়তন: .... একরের বেশি নহে (ইজারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রিন্টেড হইবে)

৭। উদ্ধৃত দর : .... টাকা (অঙ্কে)

.... টাকা (কথায়)

(অঙ্কে ও কথায় উদ্ধৃত পরিমাণে পার্থক্য থাকিলে কথায় প্রকাশিত পরিমাণ গ্রহণযোগ্য হইবে)

৮। জামানতের পরিমাণ :

.... টাকা (অঙ্কে)
.... টাকা (কথায়)
ডিডি/পে-অর্ডার নম্বর : তারিখ :
ব্যাংকের নাম : শাখা :

(ডিডি/পে-অর্ডার সংযুক্ত করিতে হইবে)

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমি যে বিবিধ সায়রাত মহালের জন্য দরপত্র দাখিল করিয়াছি, তাহা নিজে দেখিয়াছি এবং বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত শর্ত এবং বিবিধ সায়রাত মহাল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৬ এর বিধান সম্পর্কে অবগত আছি। আমার কর্তৃক প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক।

দাখিলকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

ফরম-৩

[অনুচ্ছেদ ৬(৩০) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ----------
রাজস্ব শাখা
www.---------------.gov.bd

নং - তারিখ: ……………………

………………… তারিখের ………………………………… নম্বর স্মারকে জারীকৃত বিজ্ঞাপনমূলে ১ম/২য়/৩য় দফায় আপনার দাখিলকৃত দরপত্রে উল্লিখিত ………………… (কথায়) ………………… টাকা সর্বোচ্চ দর হিসাবে গৃহীত হওয়ায় আপনাকে আগামী ………………… খ্রিষ্টাব্দ তারিখের মধ্যে জামানতবাদে উদ্ধৃত দরের ………………… (কথায়) ………………… টাকা ও মোট ইজারা মূল্যের ……….% উৎসে কর বাবদ ………………… (কথায়) ………………… টাকা এবং …….% ভ্যাট বাবদ ………………… (কথায়) ………………… টাকা এ-চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিয়া উহার কপিসহ রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর এর নিকট জমা প্রদানসহ ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হইল। বর্ণিত তারিখের মধ্যে উহা দাখিলে ব্যর্থতায় আপনি ইজারা গ্রহণে আগ্রহী নন মর্মে আপনার দরপত্র বাতিল করিয়া বিবিধ সায়রাত মহাল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৬ এর আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

জেলা প্রশাসক/জেলা প্রশাসকের পক্ষে রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর

প্রাপক :

ফরম-৪

[অনুচ্ছেদ ৬(৩১) দ্রষ্টব্য]

চুক্তিনামা

প্রথম পক্ষ (ইজারাদাতা):	দ্বিতীয় পক্ষ (ইজারাগ্রহীতা)
....	নাম/প্রতিষ্ঠানের নাম :..
....	পিতার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): ....
....	ঠিকানা: ....
	....
	....
	জাতীয় পরিচয়পত্র/টিআইএন/বিআইনএন নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): ....
	মোবাইল নম্বর: ....

আমরা পক্ষদ্বয় (বিবিধ সায়রাত মহালের নাম) .... (কথায়) টাকা ইজারা মূল্যে ইজারা মেয়াদে (........................ বঙ্গাব্দ হইতে .... বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এক/দুই/তিন বৎসর মেয়াদের জন্য) ইজারা প্রদান ও গ্রহণে সম্মত হইয়া নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে এই ইজারা চুক্তি সম্পাদন করিলাম, যথা:—

শর্তাবলি:

(১) State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর section 20 এর sub-section (2a) মোতাবেক সকল বিবিধ সায়রাত মহাল ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

(২) বিবিধ সায়রাত মহালের শ্রেণি ও পরিমাণ অপরিবর্তিতভাবে অব্যাহত থাকিবে।

(৩) বিবিধ সায়রাত মহাল যে-কোনো মেয়াদের জন্য ইজারা দেওয়া হউক না কেন, তফসিলভুক্ত ভূমি বা উহাতে স্থিত কোনো বৃক্ষ বা অবকাঠামোতে ইজারাগ্রহীতার কোনো মালিকানা বা স্বত্ব সৃষ্টি হইবে না বা এইরূপ ইজারাসূত্রে মালিকানা দাবি করিয়া কোনো আদালতে কোনো মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(৪) সরকারের গৃহীত কোনো কার্যক্রম ব্যতীত প্রাকৃতিক কোনো কারণে বিবিধ সায়রাত মহাল বা উহাতে স্থিত বৃক্ষ বা ফলাদি বা অন্য কোনো কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা অপসারিত হইলে বা অপসারণ করা হইলে ইজারাগ্রহীতা ইজারা বাবদ প্রদত্ত অর্থ ফেরত বা প্রত্যাহারের আবেদন বা ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধির কোনো আবেদন পুনরায় করিতে পারিবেন না এবং এইরূপ কোনো আবেদন করা হইলে উহা বিবেচনাযোগ্য হইবে না।

(৫) ইজারাকৃত বিবিধ সায়রাত মহালের দখল বুঝাইয়া দেওয়ার পরে উহার সীমানা লইয়া বা উহা হইতে প্রাপ্ত ফলন বা আয়ের বিষয়ে ইজারাগ্রহীতা কোনো আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন না বা উহাকে কারণ হিসাবে উল্লেখ করিয়া ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি বা ক্ষতিপূরণ দাবি বা একই কারণে কোনো আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন না।

(৬) ইজারাগ্রহীতা ইজারাপ্রাপ্ত বিবিধ সায়রাত মহাল অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট সাব-লিজ প্রদান বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করিবেন না এবং এইরূপ সাব-লিজ প্রদান বা হস্তান্তর করা হইলে ইজারা কর্তৃপক্ষ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই উক্ত ইজারা বাতিল করিবে এবং অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উহা বিবিধ সায়রাত মহাল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৬ এর আলোকে ইজারা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করিবে বা, ক্ষেত্রমত, খাস আদায় করিবে।

(৭) ইজারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত ইজারাদার বা অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো বিবিধ সায়রাত মহাল হইতে মাটি, অবকাঠামো ও বৃক্ষাদি অপসারণ করিতে পারিবেন না।

(৮) বিবিধ সায়রাত মহালের মধ্য দিয়া জনসাধারণের পায়ে হাঁটিয়া চলাচল করিবার পথ থাকিলে; সেইক্ষেত্রে উক্ত পথের বিকল্প পথ না থাকিলে বা বিকল্প পথ তৈরি করা সম্ভব না হইলে উহা অব্যাহতভাবে বহাল থাকিবে।

(৯) বিবিধ সায়রাত মহাল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৬ এর অনুচ্ছেদ ৪(ঝ) এর অধীনে সৃজিত বিবিধ সায়রাত মহাল ইজারা প্রদান করা সম্ভব না হইলে ইজারা কর্তৃপক্ষ উক্ত নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৯ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে খাস আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(১০) বিবিধ সায়রাত মহালে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্র গ্রহণক্রমে, জনস্বার্থে, কোনো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন বা অবকাঠামো নির্মাণ করা হইলেও উহা ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

(১১) ইজারা মেয়াদ ইজারা বর্ষের যে মাসেই শুরু হউক না কেন উহার সর্বশেষ ইজারা বর্ষের ১২তম মাসের শেষ দিনে ইজারা মেয়াদ এবং একই দিনে একইসঙ্গে উক্ত বিবিধ সায়রাত মহালে ইজারাগ্রহীতার দখলের অবসান হইবে এবং উহার দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে। দখল প্রত্যর্পণের জন্য পৃথক কোনো পত্র জারির প্রয়োজন হইবে না।

(১২) ইজারা ও দখলের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই ইজারাদার তাহার নিজস্ব সরঞ্জামাদি ও ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত সকল উপকরণ অপসারণ করিয়া লইয়া যাইবেন। অন্যথায় ইজারার মেয়াদান্তে ইজারা কর্তৃপক্ষ ইজারাগ্রহীতার রাখিয়া যাওয়া সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য উপকরণ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তক্রমে অপসারণ এবং সরকারের নির্দেশিত পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন করিতে পারিবেন।

(১৩) কোনো ইজারাগ্রহীতার ইজারা মেয়াদ চলাকালীন ইজারা কর্তৃপক্ষ ইজারা বাতিল করিয়া লিখিতভাবে তাহাকে অবহিত করিলে, উক্ত পত্রে উল্লিখিত দিনেই ইজারা মেয়াদের অবসান হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ইজারার মেয়াদ ও দখল বিষয়ে বিবিধ সায়রাত মহাল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৬ এর অনুচ্ছেদ ৮ এর নীতিসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

(১৪) কোনো ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বিবিধ সায়রাত মহাল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৬ বা ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত যে-কোনো শর্ত লঙ্ঘিত হইলে ইজারা চুক্তি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপে কোনো চুক্তি বাতিল হইলে জামানতের অর্থসহ জমাকৃত ইজারার অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং, বিবেচ্য ক্ষেত্রে, উক্ত নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৮ এর নীতিসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

(১৫) ইজারা কর্তৃপক্ষ বিবিধ সায়রাত মহালে অবৈধ দখল প্রতিরোধে বা এতৎসংক্রান্ত অপরাধ দমনে বা উচ্ছেদে ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১৬) এই চুক্তিনামায় উল্লেখ নাই কিন্তু কোনো আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, নির্দেশমালা বা আদেশ দ্বারা বিবিধ সায়রাত মহাল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কোনো বিধান করা হইলে, উহা এই বিবিধ সায়রাত মহাল ইজারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও প্রয়োগযোগ্য হইবে।

অদ্য ……………… খ্রিষ্টাব্দ তারিখে উপরি-উক্ত শর্তাবলি অবগত ও সম্মত হইয়া নিম্নবর্ণিত সাক্ষীগণের সম্মুখে আমরা পক্ষদ্বয় এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলাম।

১ম পক্ষ (ইজারাদাতা)	২য় পক্ষ (ইজারাগ্রহীতা)
……………………….	………………………..

সাক্ষীগণ:

১।

২।

৩।

তফসিল

বিবিধ সায়রাত মহালের নাম:

মৌজা ও জেএল নম্বর:

দাগ নম্বর- জমির পরিমাণ: মোট জমির পরিমাণ:

উপজেলা:

জেলা:

চৌহদ্দি:

ফরম-৫

[অনুচ্ছেদ ৬(৩১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ----------
রাজস্ব শাখা
www.---------------.gov.bd

নং-

তারিখ: ....

দখলনামা

এতদ্দ্বারা (বিবিধ সায়রাত মহালের নাম) এর সমুদয় ইজারা মূল্য (উৎসে কর ও মূল্য সংযোজন করসহ) জমা আদায় হওয়ায় .... বঙ্গাব্দ হইতে .... বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এক/দুই/তিন বৎসর মেয়াদের জন্য দখলনামা ইজারাদার ....-কে বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

২। ইজারার মেয়াদকালে বিবিধ সায়রাত মহাল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৬ এ বর্ণিত সকল শর্ত এবং ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সকল শর্তে এই দখলনামা কার্যকর থাকিবে।

দখল গ্রহণকারী	জেলা প্রশাসকের পক্ষে দখল অর্পণকারী
....	....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(.....................)

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd